দৈনিক সংবাদ

তারিখ 05 FEB 1987
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

নীরু বাবলুসহ ১১ জন গ্রেফতার ও জামিনে মুক্তি

মহসীন হলে পুলিশের তল্লাশি

উপাচার্যের বাসভবন তছনছ

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন হল থেকে গত মঙ্গলবার মাঝরাতে পুলিশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ৪ জন নেতাসহ ১১ জনকে গ্রেফতার করার পর গতকাল বুধবার ভোরে উপাচার্যের বাসভবন ও অফিসকক্ষ তছনছ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের ৩টি গাড়ী ভাঙচুর করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, হলে অভিযান চালিয়ে তারা গুলীভর্তি ৩টি পিস্তল, ৪টি রামদা এবং প্রচুর পরিমাণ বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার করেছে। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল দাবী করেছে সংগঠনের নেতৃবৃন্দের কক্ষে এসব অস্ত্র জোর করে রেখে পরে তা উদ্ধার করা হয়।

মঙ্গলবার রাত ৩ টার দিকে পুলিশ মুহসীন হলে ঢোকে। হলের ছাত্ররা জানিয়েছে, হলের পেছন দিকের কলাপসিবল গেট করাত দিয়ে কেটে ভেতরে কয়েকটি নির্দিষ্ট কক্ষে তারা অভিযান চালায়। এ সময় তাদের সঙ্গে হল প্রশাসনের কেউ ছিলেন না। পরে উপাচার্য জানান, রাত সোয়া ৪টার সময় তার কাছে ফোন করে তল্লাশি'র অনুমতি চাওয়া হয়, কিন্তু তিনি অনুমতি না দিয়ে তাদেরকে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেছিলেন।

ভোর সাড়ে ৫ টার দিকে পুলিশ হল ছেড়ে চলে যায়। এর পর পরই উত্তেজিত ছাত্রদের একটি মিছিল নীরুবাবলুসহ অন্যদের মুক্তির দাবীতে শ্লোগান দিতে দিতে উপাচার্যের বাসভবনে যায়। মিছিলকারীরা বাসভবনের নীচতলার আসবাব-

(শেষ প: ৩-এর ক: দ্র:)

মহসীন হলে পুলিশের তল্লাশি

(১ম পাতার পর)

পত্র, জানালা দরজা ভাংচুর এবং কিছু জিনিস বাইরে এনে আগুন ধরানোর চেষ্টা করে বলে জানা গেছে। তারা দোতলায় অবস্থানরত উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নান, উপউপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমেদ এবং শিক্ষক সমিতির সভাপতি কেএএম সাদউদ্দিনকে নীচে নিয়ে এসে গ্রেফতারকৃতদের মুক্তির জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে চাপ দেয়।

উপাচার্য উপ-উপাচার্য এবং শিক্ষক সমিতির সভাপতি এরপর মিছিলকারীদের সাথে নীলক্ষেত পুলিশ ফাঁড়িতে গিয়ে গ্রেফতারকৃতদের মুক্তির জন্য টেলিফোনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করেন। সংশ্লিষ্টসূত্রে জানা গেছে, উপাচার্য এক পর্যায়ে চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতি এরশাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে,ক্যাম্পাস পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়ে গ্রেফতারকৃতদের মুক্তির আবেদন জানালে তিনি তাতে সম্মতহন।

ইতিমধ্যে উপাচার্যের অফিস কক্ষে হামলা চালিয়ে কক্ষের আসবাবপত্র ও টেলিফোন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য, রেজিষ্ট্রার এবং কোষাধ্যক্ষের গাড়ী ভাঙচুর করা এবং আজ অনুষ্ঠেয় বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের অনুষ্ঠানের জন্য নির্মীয়মাণ প্যাণ্ডেলে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল কর্মীরা ক্যাম্পাস জুড়ে বিক্ষোভ মিছিল করতে থাকে, প্রশাসনিক ভবনের কাজকর্ম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস নেয়া বন্ধ হয়ে যায়। গ্রেফতারকৃতরা জামিনে ছাড়া পেয়ে বিকেলে ক্যাম্পাসে ফিরে এলে পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসে।

বিকেলে অনুষ্ঠিত সিণ্ডিকেটের এক জরুরী সভায় উপাচার্য ক্যাম্পাস পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন।

উপাচার্যের বক্তব্য

সন্ধ্যায় উপাচার্যের সাথে দেখা করে তার বাসভবন ও অফিসে হামলার ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, তার কোন প্রতিক্রিয়া নেই। হামলাকে ক্ষোভের বহি:প্রকাশ হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ঘরবাড়ী ছাত্রদের এগুলো তারাই ভাঙবে, তারাই গড়বে।'